ভোরের কাগজ

তারিখ 05 APR 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

মুনতাসীর মামুন

পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের খবর পড়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটা ভীতিপ্রদ ধারণাই জন্মেছিল। সন্ত্রাস সব বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে, হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও (ই.বি.) সন্ত্রাস হয়েছে। কিন্তু, আমাদের মনে হয়েছিল তা শুধু শারীরিকই ছিল না, ছিল মানসিকও। ধারণা ছিল, স্বাধীনতাবিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা শুরু থেকেই ই.বিকে পরিণত করেছে তাদের ঘাঁটিতে। এর শিক্ষাব্যবস্থাও যুগোপযোগী নয়। এবং ঐ ধরনের চিন্তা কেউ করলে তাকে ত্যাগ করতে হয় ই.বি.। প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে ধারণা এমন নেতিবাচক ছিল যে, (শুধু আমার নয়) অধ্যাপক কায়েসউদ্দিন যখন ই.বি'র উপাচার্য হলেন তখন তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে আমরা শঙ্কিতই ছিলাম।

কয়েকদিন আগে ই.বি গিয়ে সে ধারণা খানিকটা অপসারিত হলো। ফেরি পেরুনোর পর ঝকঝকে রাস্তা। কে যেন বললো, কোরিয়ানরা করেছে। একবার মনে হলো, আমাদের রাস্তা-ব্রিজ প্রভৃতি নির্মাণের দায়িত্ব তাদেরই দেওয়া উচিত। বাঙালি ভাইরা প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি।

ঝিনাইদহ পেরিয়ে, কুষ্টিয়া যাওয়ার পথেই পড়ে ই.বি। বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ সম্পর্কে আমাদের শাসকদের যে উদ্ভট ধারণা ছিল এবং আছে সে ধারণার ভিত্তিতেই ই.বি নির্মিত হয়েছে। ● এরপর– পৃষ্ঠা ২

অন্য বাংলাদেশ

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা হলেই শাসকরা নিরালা একটি প্রান্তর বেছে নেন, যার আশপাশে কোনো বসতি থাকবে না। তাদের ধারণা, ছাত্রদের ঝুট-ঝামেলা থেকে তাহলে বাঁচা যাবে। এ চিন্তা ঠিক আছে, যদি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবতীয় আধিকাঠামোগত সুবিধা থাকে। কিন্তু তা থাকে না। চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এখনো সেসব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুঝছে।

ই.বি'র ক্যাম্পাস পরিকল্পিত। ধীরে ধীরে নির্মাণ কাজ এগুচ্ছে কিন্তু ফ্যাকাল্টি ভবন দেখে মনে হলো স্থপতি আগামী ২৫ বছরের চিন্তা করেননি। ই.বি'র আশপাশে চা পানের একটি রেস্তোরাঁও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় যেন সংক্রামক কিছু, কোয়ারেনটাইনে রাখাই বাঞ্ছনীয়। ই.বিতে আধিকাঠামোগত সুবিধা প্রায় কিছুই নেই।

সন্ধ্যা থেকে বিকেল পর্যন্ত অনেক তরুণ শিক্ষক দেখা করতে এলেন। এবং আমার ধারণা পাল্টাতে লাগলো। এদের বেশির ভাগই রাজশাহী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। চিন্তা-চেতনায় উদারনৈতিক। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই ধর্মান্ধদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু, এ ধারণাটা বদলে গেলো যে, ই.বি একটি গোষ্ঠীরই করতলগত নয়। প্রাথমিকভাবে হয়তো সে ধরনের চিন্তাই করা হয়েছিল, যা সফল হয়নি।

এই তরুণ শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে ভালো লেগেছে এ কারণে যে, তারা কৌতূহলী। অনেকেই গবেষণা করতে চান। কিন্তু পদ্ধতি কী হবে? কীভাবে এগোনো যাবে? গ্রন্থাগারেও যুগোপযোগী বই নেই। তরুণ শিক্ষকদের এ কৌতূহল নষ্ট হয়ে গেলে পরিণতি খারাপই হবে। একটা বিষয় আমার মনে হয়েছে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব। মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কিছুদিনের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন শিক্ষক-ছাত্রের সঙ্গে। এতে সব পক্ষই উপকৃত হবেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব সময় প্রশাসনে উৎসাহী, গ্রন্থাগারে নয়। অথচ, গ্রন্থাগার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠা উচিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাই ছিল— শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র।

আমার এ প্রতিবেদন পড়ে ধারণা করার কোনো কারণ নেই যে আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে। দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি হয়েছে, সেটি যেন বিকশিত হয়, যেন বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের চিন্তাভাবনা, প্রভাবের কেন্দ্র না হয়ে ওঠে সেটিই হবে আমাদের লক্ষ্য। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটিকে ইসলাম ধর্ম চর্চায় হতে হবে অন্যতম। দেশী-বিদেশী ধর্মবিদদের নিয়ে আসতে হবে এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বিশেষ কর্তৃত্ব নিয়ে তারা কথা বলবেন। ধর্ম ব্যবসায়ী, ফতোয়াবাজি, ধর্মান্ধতা, ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এ বিভাগ। এখান থেকে যারা পাস করে বেরুবেন তাদের যেন আমরা মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনার ধারক মনে না করি। মিসরে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় যে ভূমিকা পালন করছে আমাদের ই.বিও (বিশেষ করে এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ) সেই ভূমিকা পালন করবে- এ আশাই করবো ই.বির ছাত্র-শিক্ষকদের কাছ থেকে।